তারিখ ... 12 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

# উচ্চশিক্ষায় মান যাচাইয়ে কাউন্সিল হচ্ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান যাচাইয়ে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৬ এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এ কাউন্সিলই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান যাচাই করে সনদ দেবে। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ আইন অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

## মন্ত্রিসভায় আইনের খসড়া অনুমোদন

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এর আগে এ ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এখন আইনটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ কাউন্সিলের অনুমতি নিতে হবে। আইনের ৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ১৩ জন সদস্য নিয়ে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

## উচ্চশিক্ষায় মান যাচাইয়ে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ কাউন্সিল গঠিত হবে। এর মধ্যে একজন থাকবেন চেয়ারম্যান। চারজন পূর্ণকালীন ও আটজন খ কালীন সদস্য থাকবেন।

শফিউল আলম সাংবাদিকদের জানান, যৌক্তিক কারণে এবং শুনানি সাপেক্ষে কাউন্সিল অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল করতে পারবে। এই কাউন্সিলে চেয়ারম্যানসহ সদস্য সংখ্যা হবে ১৩ জন। এর মধ্যে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান, চারজন অধ্যাপক এবং সরকার নির্বাচিত খ কালীন সদস্য। এ ছাড়া অন্যান্য সেক্টর থেকেও সদস্য আসবেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন থেকে ১ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, অ্যাসোসিয়েশন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অথবা তার মনোনীত সদস্য থাকবেন। বিদেশি সদস্য থাকতে পারবেন তবে তা কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। পেশাজীবী মনোনীত প্রতিনিধি এবং এফবিসিসিআইর প্রতিনিধি হিসেবে শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন। উল্লিখিত সবাইকে নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে।

সচিব বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন সনদ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রিডিটেশনপ্রাপ্ত বলে প্রচার করতে পারবে না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়া কোনো সার্টিফিকেট দিতে পারবে না। এই কাউন্সিল যৌক্তিক কারণে ও শুনানি সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এর অধীন কোনো ডিগ্রি প্রোগ্রামের 'অ্যাক্রিডিটেশন ও কনফিডেন্স' সনদ বাতিল করতে পারবে।

গত ২৮ মার্চ আইনটিকে নীতিগত অনুমোদন দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ জানিয়েছিল, এ দেশে উচ্চশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান নিশ্চিত করতে এবং সরকারি-বেসরকারি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বমানে উন্নতি করার লক্ষ্যে আইনটি করা হচ্ছে।

এ ছাড়া গতকাল বৈঠকে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৬ এর খসড়া নীতিগত ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

**সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার বেড়েছে :** চলতি বছর ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার গত বছরের তুলনায় ৬ দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। চলতি বছর ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৬৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছর একই সময়ে এই হার ছিল ৫৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। মন্ত্রিসভায় ২০১৬ সালের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'গত ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৫৬টি। এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৩৬টি, বাস্তবায়নের হার ৬৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। ২০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।'

সচিব আরও জানান, গত বছরের একই সময়েও ১১ মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ৭৮টি। এর মধ্যে ৪৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়নের হার ছিল ৫৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ৩৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, গত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিসভার বৈঠকে চারটি চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে সংসদে আইন পাস হয়েছে ১০টি এবং বৈঠকে কোনো নীতি বা কর্মকৌশল অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তিনি জানান, গত বছর জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতি বা কর্মকৌশল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৩টি। ৪টি চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুমোদন পেয়েছে। এ সময়ে সংসদে পাস হয়েছে ৮টি আইন।